প্রতিবাদ লিপি

বিষয় ঃ ২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকা পোস্ট পত্রিকায় 'খাস জমি বেহাত, বাতিল হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর ভাই জাওয়াদুরের দলিল' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ লিপি।

এই সংবাদের ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা সহকারে আমার অবস্থান তুলে ধরছি। সংবাদটি ২৫শে মার্চের পত্রিকায় যে কলামে যে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবাদের অংশটুকু একই গুরুত্বে একই কলামে সমান গুরুত্ব সহকারে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

- **খামারের জন্য ক্রয়কৃত জমির মধ্যে কোন খাস জমি নেই।**

আমি ২০১৯ সালের মার্চ মাসে দলিল নং ৩২৫, ৩৮১, ৫৪০, দাগ নং-৪৮ এর মাধ্যমে ২৪ একর জমি এবং ৩২৮নং দলিল দাগ নং- ৪৯ এর মাধ্যমে ৮.৭৫ একর জমি ক্রয় করি। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র যাচাই বাছাই করে জমি ক্রয় করেছি। হাইমচর সাব রেজিষ্ট্রি অফিস সমস্ত আইনী পক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের নামে দলিল করে দেয়। আমরা যে জমিগুলো ক্রয় করেছি ও আমাদের নামে রেজিষ্ট্রি হয়েছে, সে সকল জমির ব্যাপারে পূর্বে বা এখনো জমির মালিকগন কোন অভিযোগ করেননি। জমির মালিকরা যে মূল্য চেয়েছে তা দিয়েই জমি ক্রয় করেছি।

পরবর্তীতে আমরা যখন খামারের এলাকা বৃদ্ধির জন্য আরও জমি কেনার উদ্যোগ নেই। তখন হাইমচর ভূমি অফিস আমাদের জানায় যে সকল জায়গা আমরা ক্রয় করতে চাই, সেই সকল জায়গা নিয়ে শরিয়তপুর ও চাঁদপুর জেলার সীমানা বিরোধ আছে সুতরাং সাময়িক ভাবে সেই সকল জমি হাইমচর রেজিষ্ট্রি অফিস রেজিষ্ট্রি করে দিতে পারবে না। সুতরাং আমরা পরবর্তীতে আর এব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই নি।

৪১৫নং দলিল ও ৬৮১নং দলিলের যে কথা বলা হয়েছে সেই জমিগুলোর দাগ নম্বর হল ৫৪২,৮১,৮৫,৯০ এই সকল জমির সাথে খামারের জমির কোন সম্পর্ক নেই।

- **প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে খামারের কোন জায়গা নেই।**

হাইমচর ভূমি অফিস কিছুদিন পূর্বে আমাদের দাগের দলিলগুলো দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা আমাদের সকল দলিল পত্র দেখিয়েছি। ওনারা পর্যালোচনা করে বলেছেন কোন অনিয়ম নেই এবং আমাদের জমির সাথে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোন সর্ম্পক নেই। বাহের চর মৌজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে।

- **জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন জোর জবরদস্তির ঘটনা ঘটে নাই।**

কারও কাছ থেকে জোর করে জমি কিনেছি বা প্রভাব খাটিয়ে জমি থেকে বের করে দেয়া হয় নাই সুতরাং জুলুম করার কোন প্রশ্নই আসেনা।

বাহরে চর মৌজা একটি প্রত্যন্ত চর এলাকা। এখানে কোন চাষাবাদও হতো না। মানুষ খুব অসহায় ছিল। জমির মৌজা মূল্য ছিল ২০০ টাকা শতাংশ। কিন্তু আপনি যে মৌজা রেটের কথা বলেছেন তা অর্থনৈতিক জোন যেখানে হবে তার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। জমির মালিকগন আমি একটি খামার করব শুনে খুশি হয়ে জমি বিক্রী করেছেন ।

খামারের কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই। যারা শাকসবজি আবাদ করছেন সেখানে যেন গরু-ছাগল না যায় সেজন্য বাশ দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে।

- **শিরোনামে উল্লেখিত টিপু নগরের বা বাজারের কোন অস্তিত্ব নেই।**

টিপু নগরের যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। আমি প্রথম আলোর সাংবাদিক জানতে চাইলে বলেছি যে এখানে পূর্নবাসিত কিছু অতি উৎসাহী ভাসমান লোক জায়গাটির নাম রাখতে চেয়েছিল টিপু নগর আমি রাজি হইনি।

উল্লেখ্য এই জায়গাটি ঘিরে প্রায় ৬০টি নদী ভাংন্তি পরিবার পূর্নবাসিত হয়েছে। সেখানে একটি স্কুল, একটি জামে মসজিদ ও একটি বাজার হয়েছে। মানুষ খামারে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। খামারটি বানিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি। নদী ভাংতি মানুষকে পূর্নবাসন, কর্মসংস্থান ও দূর্গম অবহেলিত চর এলাকার উন্নয়নের কথা চিন্তা করে খামারটি করা হয়েছে।

সম্পূর্ন আইনানুগ ভাবে খামারের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা বেআইনি কার্যক্রম ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। হয়ে থাকলে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যাক্তিদেরকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি্

আপনার পত্রিকায় উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আমার বিরুদ্ধে একাধিকবার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। যা অত্যন্ত মানহানীকর ও দুখ:জনক । ভবিষ্যতে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে সেটি সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে কোন অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হলে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য থাকিব।

ডা: জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ